প্রশিক্ষণ ফলো–আপ প্রতিবেদন

পটুয়াখালী ও বরগুনা, মে ১২–১৯, ১৯৯০

ভূমিকা ঃ

উপকূলীয় এলাকায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্যে একটি বাস্তবমুখী সম্প্রসারণ কর্মসূচী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বে–অব–বেংগল প্রোগ্রাম (BOBP) এবং বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর ১৯৮৯ সন থেকে পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় একটি নুতন কর্মসূচীতে কাজ শুরু করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাদের জন্যে একটি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও অনুসরণ কার্যক্রম চলছে। সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাবনা রচনায় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গত এপ্রিল '৯০ মাসে পটুয়াখালীতে একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। প্রকল্প রচনায় কার্যকর সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান ফলো–আপ কার্যক্রমটি পরিচালিত করা হয়।

প্রতিবেদন ঃ

এ প্রতিবেদনটিকে মূলতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

ক. মাঠ পর্যায়ে সরাসরি প্রকল্পসমূহ পর্যবেক্ষণ

খ. ফলো–আপ কর্মশালা

ক. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পসমূহ পর্যবেক্ষণ ঃ

দক্ষিণাঞ্চলের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রশিক্ষকদল নিম্নলিখিত উপজেলাসমূহ এবং এন,জি, ও'দের মাঠ পর্যায়ের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন এবং জেলে ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের সাথে ব্যাপক মতামত বিনিময় করেন।

- পটুয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস
- পটুয়াখালী সদর উপজেলা
- বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস
- বরগুনা সদর উপজেলা
- পাথরঘাটা উপজেলা
- কোডেক (এন, জি, ও, পটুয়াখালী)

পর্যবেক্ষণ ফলাফলের সারসংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১. জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্পসমূহকে পর্যাপ্ত পরামর্শ সহায়তা দেয়া হচ্ছে না। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট প্রকল্পসমূহের উপর আদৌ কোন তত্ত্বাবধানও হচ্ছে না।

২. কয়েকজন উপজেলা কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে জেলেদের সাথে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন করছেন না। এমনকি জেলেদের সাথে কোন প্রকার সার্বক্ষণিক যোগাযোগও রাখছেন না।

৩. প্রশিক্ষণের প্রদত্ত রূপরেখা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রকল্প প্রণয়নে অনেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪. মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সম্পর্কহীন অন্যান্য প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নেওয়া হয়নি। ফলে এসমস্ত প্রকল্প প্রস্তাবনার গঠনপ্রণালী এবং যৌক্তিকতা হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল। যেমনঃ বনায়ন, মুরগীপালন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি প্রকল্প ক্ষেত্রে।

৫. সঠিক এবং যথার্থ প্রকল্প প্রণয়নে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই সচেষ্ট এবং উদ্যোগী নন। ফলতঃ নিজ নিজ কার্যালয়ে বসেই অধিকাংশ প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। এর জন্য প্রকল্পের গঠনপ্রণালী হয়েছে অত্যন্ত দূর্বল এবং দায়সারা গোছের। ফলে প্রকল্পের যথার্থ যৌক্তিকতা প্রদর্শন, আয়–ব্যয় হিসাব উপস্থাপন এবং উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা রচনায় রয়ে গেছে অসংখ্য দুর্বলতা।

৬. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে প্রকল্পসমূহ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে যথার্থ তদারকি করতে অনীহা প্রর্দশন। অধিকাংশক্ষেত্রেই অধঃস্তনদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

৭. বর্তমান কর্মসূচীর প্রথম থেকেই যে সমস্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন অন্যত্র বদলী হয়ে চলে যাওয়ায় ঐ সমস্ত উপজেলায় বেশ শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

৮. বিভিন্ন উপজেলায় ক্ষেত্র সহকারী পদে বেশ কয়েকজন নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তারাও পুরো কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে নিজেদেরকে যথেষ্টরূপে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্ব বন্টনেও উপজেলা কর্মকর্তাদের ব্যর্থতা লক্ষ্যনীয়।

উপরে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণ ফলাফলের নিরীখে যে সমস্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. গ্রামে গিয়ে জেলেদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহে তাদের যথার্থ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিভিন্ন প্রকল্পের আয়-ব্যয় (Input-Output) বাজেটের সঠিক বিশ্লেষণের জন্যে জেলেদের এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জেলেদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তা' পটুয়াখালী সদর (মুরগী প্রকল্প) এবং পাথরঘাটা (মাছ লবণজাতকরণ প্রকল্প, চিংড়ী-কার্প মিশ্রচাষ প্রকল্প) উপজেলায় প্রশিক্ষক দলের পক্ষ থেকে গ্রামে গিয়ে সরেজমিনে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. যে সমস্ত কর্মী কাজে নতুনভাবে যোগদান করেছেন, তাদেরকে অনতিবিলম্বে ফাইলপত্র দেখা এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৪. উপজেলা কর্মকর্তারা যাতে জেলেদের জন্যে অধিকতর কম সময় ব্যয় করতে পারেন এবং একই সাথে তার তত্বাবধানে কর্মরত অন্যান্য কর্মীদের এ কাজে যুক্ত করতে পারেন তার জন্যে পরামর্শ দেয়া হয়।

৫. উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা সহায়তা প্রদানের জন্যে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ বিধানে যদি তারা ব্যর্থ হন, তবে বর্তমান কর্মসূচীর গতিশীলতা অনেকাংশেই নষ্ট অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬. প্রকল্পের প্রথম থেকেই জড়িত পুরানো কর্মকর্তা ও কর্মীদের বলা হয়েছে যে, তারা যেন নুতন কর্মীদের এ প্রকল্পের গতি-প্রকৃতি এবং কার্যধারা অবহিত করেন। মূলতঃ উপজেলায় কর্মরত প্রতিটি মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মীকে নিয়েই একটি টিম। এ টিমের সামগ্রিক কর্মদক্ষতার উপরই প্রকল্পসমূহের সফলতা নির্ভর করছে।

৭. বর্তমান পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বেশ কিছু প্রকল্প সম্পর্কেই কর্মকর্তা এবং কর্মীদের ধারণা খুবই ভাসাভাসা (যেমন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, বনায়ন, বয়স্ক-শিক্ষা)। ফলে প্রকল্প বিশ্লেষণে গভীরতার স্বাক্ষর দেখা যায়নি। এ সকল ক্ষেত্রে তারা যদি গভীর ধারণা অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে তা' বাদ দিতে পরামর্শ দেয়া হয়।

খ অনুসরণ কর্মশালা (Follow-up workshop)

স্থানঃ জেলা পশুস্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, বরগুনা

সময়কালঃ ১৫-১৭ মে, ১৯৯০

খ. ১. সময়সূচীঃ দৈনিক কর্মশালা কার্যক্রমকে ৩টি অধিবেশনে ভাগ করা হয়।

প্রথম অধিবেশনঃ সকাল ৯.০০-১.০০ টা

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ দুপুর ২.০০-৫.০০ টা

তৃতীয় অধিবেশনঃ সন্ধ্যা ৭.০০-৯.০০ টা

খ. ২. অংশগ্রহণকারী ঃ এ কর্মশালায় মোট ১১টি উপজেলার ২০ জন কর্মকর্তা ও কর্মী সার্বক্ষণিকভাবে এবং ২ জন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অংশগ্রহণ (সার্বক্ষণিক নয়) করেন। তাছাড়াও Service Civil International (NGO) এর ১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ফলে সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিলো ২৩ জন।

খ. ৩. কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ এ কর্মশালার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো বিভিন্ন উপজেলার সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই করে দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং এর প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যাতে করে অংশগ্রহণকারীগণ সুষ্ঠুভাবে চূড়ান্ত প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারেন।

খ. ৪. প্রকল্পসমূহঃ গত প্রশিক্ষণে ২টি জেলার ১১টি উপজেলায় ১৭ ধরনের মোট ৫০টি প্রকল্প চূড়ান্তকরণ এবং উপস্থাপনের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো। বর্তমান কর্মশালায় এ ৫০ টি প্রকল্প সম্পর্কেই খুটিনাটি বিস্তারিত আলোচনা এবং পরামর্শ দেয়া হয়। উপজেলা অনুযায়ী প্রকল্প নিম্নরূপঃ

১. পটুয়াখালী সদরঃ
   ১. মৎস্য চাষ
   ২. মুরগী পালন
   ৩. বনায়ন
   ৪. পয়ঃপ্রণালী

২. মির্জাগঞ্জঃ	১. কার্প নার্সারী
	২. জাল ও নৌকা মেরামত
	৩. স্বাস্থ্য-শিক্ষা
	৪. বরফ সরবরাহ (বিশেষ প্রকল্প)
৩. গলাচিপাঃ	১. চিংড়ী -কার্প মিশ্রচাষ
	২. জাল ও নৌকা মেরামত
	৩. শাক-সব্জি চাষ
	৪. বনায়ন
	৫. বয়স্ক শিক্ষা
৪. কলাপাড়াঃ	১. চিংড়ী-কার্প মিশ্রচাষ
	২. জাল ও নৌকা মেরামত
	৩. মাছ লবণজাতকরণ
৫. দশমিনাঃ	১. চিংড়ী-কার্প মিশ্রচাষ
	২. জাল ও নৌকা মেরামত
	৩. স্বাস্থ্য-শিক্ষা
৬. বাউফলঃ	১. জাল ও নৌকা মেরামত
	২. হাঁস-মুরগী পালন
	৩. পুষ্টি শিক্ষা
৭. বরগুনা সদরঃ	১. নৌকা ও জাল মেরামত
	২. কার্প-নার্সাসী
	৩. বরফ সরবরাহ
৮. পাথরঘাটাঃ	১. চিংড়ী-কার্প মিশ্রচাষ
	২. নৌকা ও জাল মেরামত
	৩. স্বাস্থ্য-শিক্ষা
	৪. ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ
৯. বামনাঃ	১. নাইলোটিকা নাছের চাষ
	২. ছোট চিংড়ী, ছোট মাছ শুটকীকরণ
	৩. স্বাস্থ্য-শিক্ষা
	৪. নৌকা ও জাল মেরামত
১০. বেতাগীঃ	১. নৌকা ও জাল মেরামত
	২. হাঁস-মুরগী পালন
	৩. নিবিড় টিকাদান
১১. আমতলীঃ	১. সূতা সরবরাহ
	২. মুরগী পালন
	৩. বনায়ন

খ. ৫. কর্মশালার সূচী ও পদ্ধতি :

১. উপজেলাওয়ারী ও প্রকল্পওয়ারী প্রকল্পসমূহ উপস্থাপনা, দলীয় পর্যালোচনা এবং ফিড-ব্যাক/পরামর্শ
২. ব্যক্তিগত ও দলীয় অনুশীলন। যেমন প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য লিখন, বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা লিখন, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ, বাজেট লিখন ইত্যাদি
৩. ছোট দলে প্রকল্প প্রস্তাবনা লিখন
৪. উপজেলাওয়ারী (দলগত) পর্যালোচনা ও পরামর্শ

খ. ৬. মূল কার্যবিবরণী :

তিনদিন-ব্যাপী কমশালায় ১৭ ধরনের প্রকল্প বিভিন্ন উপজেলা কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। প্রতিটি প্রকল্পের (ধরন অনুযায়ী) উপর বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ এবং করণীয় দিকসমূহ আলোচনা করা হয় ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রকল্প

প্রস্তাবনা প্রণয়নের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের উপর পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করানো হয় এবং তা দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে সবাই যাতে লিখতে পারে তা' নিশ্চিত করা হয়। যেমনঃ প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাজেট, আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি কিভাবে লিখতে হয় তা'হাতে-কলমে শেখানো হয়। পূর্ব প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত সমূদয় প্রকল্পসমূহকে মূলতঃ ২টি প্রধান ধারায় ভাগ করা হয়। যেমনঃ

ক. সামাজিক প্রকল্পঃ যেমন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা, বনায়ন, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি।

খ. অর্থনৈতিক প্রকল্পঃ যেমনঃ মৎস্য চাষ, কার্প নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদি। এ সমস্ত আয়-বৃদ্ধিমূলক অর্থনৈতিক প্রকল্পের মাথাপিছু সুনির্দিষ্ট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয় করতে "আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ" পদ্ধতি হাতে কলমে দেখানো হয় এবং প্রকল্প প্রণয়নে তা অনুসরণ করতে বলা হয়।

সামাজিক প্রকল্পসমূহ মূলতঃ অনুদানের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহ "ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল (Revolving Loan fund) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেহেতু উপকারভাগীদের তাৎক্ষণিক কোন ফলাফল দেয় না তাই সবাই একমত হন যে, প্রশিক্ষণ খরচ অফেরতযোগ্য ব্যয় হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং তা অনুদানের মাধ্যমে বাস্তাবায়িত হবে।

প্রতিটি উপজেলায় ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল নামে একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এ তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন। জেলে উপকারভোগীদেরকে এ তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করা হবে এবং আদায়কৃত ঋণ এ তহবিলে পুনরায় জমা করা হবে। দাদনকৃত ঋণের উপর মাসে শতকরা ১% হারে (১২%) সুদ নেয়া হবে। কিন্তু এ সুদের টাকা উপকারভোগীদের দলীয় ফান্ডে জমা হবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিমাসেই একটি প্রতিবেদন তৈয়ারী করবেন এবং তা জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

প্রকল্পওয়ারী উপকারভোগীদের নিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করা হবে এবং সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় জমা করবেন (মাসে জনপ্রতি কমপক্ষে ৫/ টাকা)। প্রতিটি দল একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলবেন, যেখানে সঞ্চয়ের টাকা জমা রাখা হবে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পে প্রকল্প খরচের মোট ১০% উপকারভোগী দল তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটাবেন। এতে করে জেলেদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে বলেই সবাই মতামত ব্যক্ত করেন।

অর্থনৈতিক প্রতিটি প্রকল্প সম্পর্কেই বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়, যেমন-ঋণ প্রস্তাবনা তফসিল, চুক্তিপত্র ইত্যাদি। ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রশিক্ষকদল অংশগ্রহণকারীরকে আশ্বাস দেন যে, ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর যাতে একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স হয় সে ব্যাপারে তারা BOBP কে পরামর্শ দেবেন।

জুনমাসে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালায় প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ছকও উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ (উপজেলাওয়ারী)ঃ

১. প্রেক্ষাপট
২. সূচীপত্র
৩. ভূমিকা
৪. বিভিন্ন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ও বাজেট সার-সংক্ষেপ

খ.৭ঃ প্রশিক্ষক দলঃ ১. শহীদ হোসেন তালুকদার
২. শিবব্রত নন্দী

খ. ৮ঃ সংযোজনী ঃ অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা

	নাম	পদবী	উপজেলা
১.	মোঃ গোলাম রসুল	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বরগুনা
২.	কাজী আবুল কালাম	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
৩.	মোঃ রেজাউল করিম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	মির্জাগঞ্জ
৪.	আলাউদ্দিন আহমদ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা
৫.	মীর সাব্বির আহম্মদ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বেতাগী
৬.	মোঃ আবুল কাসেম খান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আমতলী
৭.	মুহাম্মদ শামছুল হক	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	বাউফল
৮.	আব্দুল মজিদ খান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	দশমিনা
৯.	মোঃ মাহবুবুল আলম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	কলাপাড়া
১০.	মোঃ শাহ আলম	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা
১১.	মোঃ মোজাম্মেল হক	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	গলাচিপা
১২.	কে, এম, রুহল আমিন	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
১৩.	মোঃ মজিবুল মান্নান	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বেতাগী
১৪.	মোঃ খলিলুর রহমান	ক্ষেত্র সহকারী	বরগুনা সদর
১৫.	আব্দুল হাই	ক্ষেত্র সহকারী	মির্জাগঞ্জ
১৬.	মোঃ নজরুল ইসলাম	ক্ষেত্র সহকারী	পাথরঘাটা
১৭.	মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	বরগুনা
১৮.	মোঃ আব্দুস সালাম	ক্ষেত্র সহকারী	পটুয়াখালী
১৯.	জগদীশ চন্দ্র বসু	ক্ষেত্র সহকারী	আমতলী
২০.	মোঃ নূরুল ইসলাম	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
২১.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৎস্য জরীপ কর্মকর্তা	বরগুনা
২২.	মোঃ হারুন	ফিল্ড সমন্বয়কারী	এস, সি, আই, গলাচিপা
২৩.	মোঃ নূরুল ইসলাম	মৎস্যজীবি প্রতিনিধি	পটুয়াখালী